দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

004

বাংলা প্রচলন আইন

যে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের ছাত্রসমাজ অকাতরে বুকের রক্তদান করেছে, যতই দুঃখ ও লজ্জার ব্যাপারই হোক না কেন, তা সকল স্তরে প্রচলিত হয়নি জাতির প্রত্যাশানুসারে। এর জন্য দুটি প্রধান কারণ চিহ্নিত হয়েছে: এক. সরকারী কাজকর্মে বাংলা ব্যবহারের আইনগত ব্যবস্থার অভাব এবং দুই. একশ্রেণীর লোকের বাংলা ব্যবহারে অযৌক্তিক অনীহা। আনন্দের ব্যাপার, সরকার বিঘোষিত, বিশ্বাস ও অঙ্গীকার অনুসারে 'বাংলাভাষা প্রচলন আইন' ৮৭ প্রণয়ন এবং তা অবিলম্বে কার্যকর করেছেন।

বায়ান্নর ভাষা বিপ্লবের পর সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বিশেষ করে সরকারী কাজকর্মে বাংলাভাষার বহুল ব্যবহার শুরু হয়নি। যেমনি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, তেমনি সরকারী অফিস-আদালতেও বাংলাভাষা অবহেলিত, উপেক্ষিত। কাজের অসুবিধা, পরিভাষার অভাব, বাংলা টাইপ রাইটারের স্বল্পতা ইত্যাকার কত শত অজুহাত। কিন্তু এর ফলে ইংরেজী প্রীতি এবং বাংলা বিতৃষ্ণাও বেড়ে চলেছে। অফিস-আদালত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় ইংরাজীকে প্রাধান্য দিচ্ছেন তারা। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশের সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদের বিধানকে বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই বাংলাভাষা প্রচলন আইন প্রণীত ও কার্যকর হয়েছে। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া সরকারী অফিস-আদালত, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অন্যসব ক্ষেত্রে নথি, চিঠিপত্র লেখা, আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য কার্যাবলী বাংলায় করা এখন বাধ্যতামূলক। এই ব্যবস্থা সকল স্তরে বাংলা প্রচলনে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সরকার বাংলাভাষা প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা করেছেন। এখন সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্ব এই আইন মেনে চলা এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষাকে সকল কাজে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হওয়া। বাংলাভাষার ব্যবহার ত্বরান্বিত ও মসৃণ করার জন্য এর পাশাপাশি সহজবোধ্য পরিভাষা প্রণয়ন, দেশের মধ্যে পর্যাপ্ত বাংলা টাইপ রাইটার উৎপাদন এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। বাংলা ভাষার যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সকল কাজে তার ব্যবহার নিশ্চিত করা সরকার ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপরই নির্ভরশীল।